দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 NOV 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

98

108

শিক্ষক সর্বস্ব স্কুল

বিন্দু বিন্দু জলে মহাসাগর গড়ে ভোলার ধারণায় সম্ভবত অনেকে আস্থা রাখেন। কিন্তু কেউ যদি স্কুল এভাবে গড়তে চায় তাহলে কি হয়? স্কুল ছোট আকার থেকে সম্প্রসারণ করা সম্ভব নিশ্চয়। কিন্তু শুধু ছাত্র বা কেবলমাত্র শিক্ষক নিয়ে স্কুল হয় না। শিক্ষার আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে স্কুলের কার্যক্রম চালু হয়। শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন, ছাত্ররা গ্রহণ করবে। তাই স্কুল গড়তে হলে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয় পক্ষেরই অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন আছে।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে সম্প্রতি একটা স্কুলের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে যেখানে শিক্ষক আছে কিন্তু ছাত্র নেই। নেত্রকোনার ওই স্কুলটির চারজন শিক্ষক ১৯৯১ সাল থেকে বেতনও পেয়ে আসছেন। কারণ বেসরকারী ওই স্কুলটি শিক্ষা অধিদফতরের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। এই দরিদ্র দেশের চারজন শিক্ষক বেতন পেলে বা তাদের কর্মসংস্থান হলে আমাদের কিছু বলার নেই। দেশে শিক্ষিত বেকাররা চাকরি পাক, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হোক এটা আমরাও চাই। আমাদের আপত্তি অন্য বিষয়ে। শুধু শিক্ষক সম্বল ওই স্কুলের রেজিস্ট্রেশন পাবার ব্যাপারে কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সহায়তায় একটা ভুয়া স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন পাবার যোগ্য বলে প্রমাণ করা হয়। এর ফলে সত্যিকার কোনো যোগ্য স্কুল হয়ত বঞ্চিত হয়েছে। দেশের শিক্ষার স্বার্থ বিবেচনা করলে এ কাজ সমর্থন করা যায় না। তাছাড়া দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড সবক্ষেত্রেই নিন্দনীয়।

মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা থাকে না, কিন্তু ছাত্র, স্কুল ঘর কিছু না থাকলেও শিক্ষক থাকে-এ ভারি চমকপ্রদ অস্তিত্ব সন্দেহ নেই। আমরা বলতে চাই শিক্ষকরা যখন আছেনই তখন তারা উদ্যোগ নিয়ে ছাত্র এবং স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করে স্কুল চালু করতে পারেন। তাহলে তাদের বেতনটাও হালাল হয়ে যায়। শিক্ষা কার্যক্রমও উপকৃত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্র আদর্শের উৎস হবার কথা। কিন্তু এখন এটা শুধুই নীতিকথা। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক ঘটনাই ঘটছে যার সঙ্গে নীতির চেয়ে দুর্নীতির সম্পর্কই হয়ত বেশী। তবু আমরা আশা করব, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র-শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষা অধিদফতর স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেবার সময় আরেকটু খোঁজ-খবর করে দিলে ভাল হয়।